ব্রজমোহন কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

HELEN MANSION
93/SADAR ROAD.
BARISAL.
PHONE: 2523

সত্য
প্রেম
পবিত্রতা

ধানসিড়ি

ব্রজমোহন
কলেজ
বার্ষিকী

উনিশশ একাত্তর-পঁচাত্তর উনিশশ একাত্তর-পঁচাত্তর উনিশশ একাত্তর-পঁচাত্তর

ধানসিড়ি : ব্রজমোহন কলেজ বার্ষিকী উনিশশ একাত্তর-পঁচাত্তর। সম্পাদনা : আনিসুর রহমান খান ও তপংকর চক্রবর্তী ; ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক : মুহম্মদ শামসুল হক, প্রচ্ছদ : জনাব এনায়েত হোসেন, স্টাফ আর্টিস্ট, চিত্রালী, ঢাকা ; ব্লক : আয়না, ঢাকা ; আলোক চিত্র : পপুলার ষ্টুডিও, বরিশাল ; মুদ্রণ : এম. এস, আলী. আল-আমিন প্রেস, কালীবাড়ী রোড, বরিশাল ; প্রকাশক : অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক।

সম্পাদনায় :

ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি

...

নির্দেশনায় :

অধ্যক্ষ এ, কে, এম, ইমদাদুল হক মজুমদার

...

সম্পাদনা পর্ষদ :

অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির (আহ্বায়ক)

অধ্যাপক মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম খান (সদস্য)

অধ্যাপক সুখেন্দু সোম (সদস্য)

অধ্যাপক ফজলুর রহমান (সদস্য)

...

ব্রজমোহন কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা
(১৮৮৯-১৯১২)

বৃটিশ শাসনের মাঝামাঝি সময়ে—১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের আমলে, এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। সে সুবাদে ১৮৫৪ সালে বরিশাল শহরে সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (বরিশাল জিলা স্কুল) স্থাপিত হয়।[১] ইতিপূর্বে বরিশাল শহরে ব্রাউন সাহেবের পুরাতন দপ্তরখানার নিকটে বেকরী সাহেবের একটি স্কুলে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের কিছুটা ব্যবস্থা ছিল। জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাতে ছাত্রসংখ্যা এত বাড়তে শুরু করল যে এখানে আর ছাত্রসংকুলান অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফলে ১৮৮০ সালে বরদাপ্রসন্ন রায়, প্রতাপ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্যোৎসাহীগণ চক বাজারের সংলগ্ন পুরাতন হাটখোলায় একটি স্কুল খুলেছিলেন। কিন্তু তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। জিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার পরে ১৮৮৪ সালে তার ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ছয়শ'তে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে স্কুলের আয়তন বাড়াবার প্রশ্ন দেখা দিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট স্থান বৃদ্ধির জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু সরকার তাতে রাজী না হয়ে প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, কেউ যদি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে

১ঃ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত ঃ অশ্বিনীকুমার জীবনচরিত, পৃঃ ১৪৭।

সরকার তাকে সাহায্য করতে পারেন। বরিশাল জিলার তদানীন্তন প্রশাসক বাবু রমেশচন্দ্র তখন অশ্বিনীকুমার দত্তকে একটি বেসরকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ জানালেন। তদুত্তরে অশ্বিনীকুমার বলেছিলেন, 'বাবা যদি অনুমতি দেন তবে অবশ্যই স্কুল করিব। আমার উহাতে খুবই ইচ্ছা আছে।' পিতা ব্রজমোহন দত্ত তখন পেনশন গ্রহণ করে তীর্থগমন করার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার অবস্থান করছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁকে চিঠি লিখে স্কুল প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রজমোহন দত্তের অনুমতি এসে গেল। পিতার অনুমতি লাভ করে অশ্বিনীকুমার ১৮৮৪ সালের ২০শে জুন বিদ্যালয় স্থাপন করে তার নামকরণ করেন 'ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন'।[২]

অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্ম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তিনি উদারনৈতিক হিন্দুমত প্রচার করতে শুরু করেন। এতে তৎকালীন বরিশাল হিন্দু সমাজের স্থানীয় রক্ষণশীল নেতা জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু মিত্র প্রমুখ ক্রমশঃ ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশনের বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং ব্রাহ্ম সমাজেরই সদস্য বিহারীলাল রায় চৌধুরীর শরণাপন্ন হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী স্কুল স্থাপনের জন্য তাকে সম্মত করেন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উৎসাহের ফলে ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছর পরে ১৮৮৮ সালে রাজচন্দ্র স্কুল জন্মলাভ করে।[৩]

ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন স্থাপনের মাত্র এক বছরের মধ্যেই ব্রজমোহন দত্ত এটিকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হবার পূর্বেই তিনি ১৮৮৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী মারা যান।[৪] মৃত্যুর দিন দুপুরবেলাও তিনি স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করার জন্য অশ্বিনীকুমারকে বলেছিলেন। পিতার অন্তিম বাসনাকে রূপায়িত করার

২: Jubilee : BROJOMOHUN INSTITUTION-A short history of B. M. Instt. pp. 8.

৩: সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত – অশ্বিনীকুমার জীবনচরিত, পৃঃ ১৫৬—১৫৭।

৪: শ্রীশরৎকুমার রায় –মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, পৃঃ ৭০।
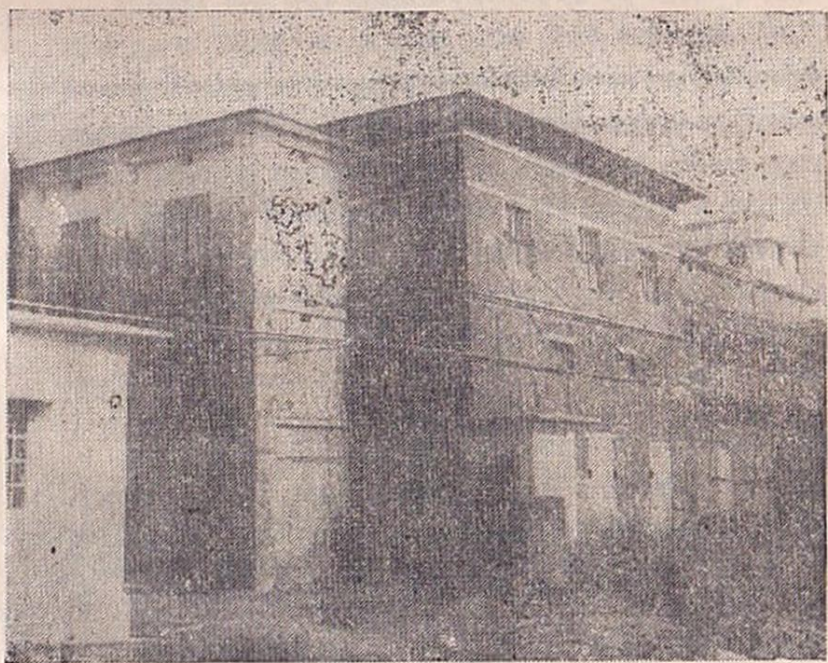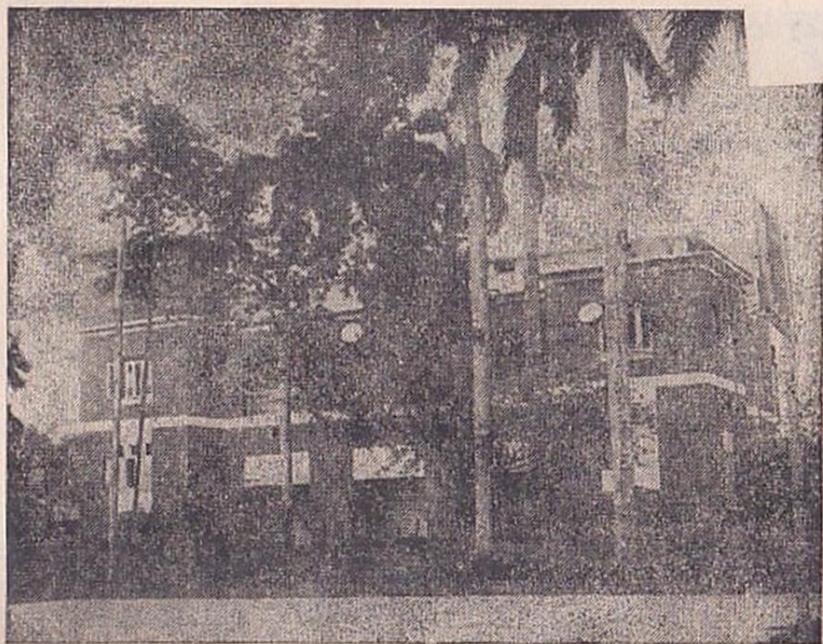
উপর : কালিপ্রসন্ন হল : মৃৎবিজ্ঞান গবেষণাগার ও আকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র।

নীচ : গবেষণার : পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা।

মানসে ১৮৮৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী অশ্বিনীকুমার কলেজ খোলার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন। এ কথা জানতে পেরে বিহারী লাল রায় চৌধুরীও তার স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করার জন্য ১৬ই জানুয়ারী একটি দরখাস্ত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে উভয় দরখাস্তই নামঞ্জুর করা হল, কারণ এর একটিতেও অধ্যাপকদের নাম তালিকা সন্নিবেশিত ছিল না। অশ্বিনীকুমার ও বিহারীলাল রায় চৌধুরী তাঁদের ভুল সংশোধন করে পুনরায় দরখাস্ত পাঠালেন। এবার অবশ্য সিণ্ডিকেটের সভায় উভয় আবেদনই মঞ্জুরী পেল। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের নিকট পাঠানো হয়। সাধারণতঃ সিণ্ডিকেটের মঞ্জুরী বিষয় সহজেই বড়লাটের সম্মতি লাভ করত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হল না। সেখানে বহু বাগবিতণ্ডা হয়েছিল। সে সংবাদ কিছুদিন পরে ছোটলাট ষ্টুয়ার্ট বেলীর মুখে অশ্বিনীকুমার শুনেছিলেন।

বড়লাটের শিক্ষা পর্ষদে তৎকালীন বরিশালের মত ক্ষুদ্র শহরে দুটি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উঠতেই এডগার নামক জনৈক সদস্য বলেছিলেন, "আমি বিশেষ ভাবে অবগত আছি, বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত একজন বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনকারী। এই প্রকার লোকের হাতে কলেজের কর্তৃত্ব দেওয়া নিরাপদ নহে। এণ্টনি ম্যাকডোনালড নামক অপর একজন সদস্য এডগারের কথার সমর্থন করলেন। ফিলিপ হাচিনসন নামক তৃতীয় এক সদস্য এ আলোচনা অপ্রাসংগিক বলে মন্তব্য করেন। এবং বিরক্তির সাথে কংগ্রেস নেতা পরিচালিত সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। শেষ পর্যন্ত সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্তই বজায় থাকল। উভয় আবেদনকারীর নামেই কলেজ খোলার অনুমতিপত্র এসে গেল।

১৮৮৯ সালের ১৪ই জুন ব্রজমোহন স্কুলটিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা হল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, এম-এ, বি-এল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।[৫] একই বছর রাজচন্দ্র কলেজও স্থাপিত হয় এবং এক বছর

৫ ঃ শরৎকুমার রায়—মহাত্মা অশ্বিনী কুমার, পৃঃ ৭০।

পরেই সেখানে বি. এ. ক্লাস খোলা হয়। রাজচন্দ্র কলেজ প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার আট বছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে ব্রজমোহন কলেজকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করার জন্য অশ্বিনী কুমার দত্ত আবেদন করেন। ঐ বছরই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও বড় লাটের সম্মতিক্রমে ব্রজমোহন কলেজে বি-এ, বি-এল ও প্লিডারশিপ ক্লাস আরম্ভ করা হয়। বাংলার তদানীন্তন ছোট লাট স্যার জন উডবর্ণ সরকারী শিক্ষা বিবরণীতে এ কলেজটিকে প্রশংসা করে লিখেছিলেন, "This moffusil college promises some day to challenge the supremacy of the metropolitan (Presidency) college. (এইরূপ আশা করা যায় যে এই কলেজ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে।)[৬]

ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই রাজচন্দ্র স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণ এর তীব্র বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। সে বিরোধিতা ধীরে ধীরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নেয়। এ সময় তা চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার কঠোর আঘাতে অশ্বিনীকুমার বিন্দুমাত্র না দমে প্রকৃত শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য প্রাণপণে সাধনা আরম্ভ করেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রজমোহন কলেজের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। শুধু উপদেশ ও বক্তৃতায় নয়, কার্য দ্বারা ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠন করে এক অভিনব ভাবাদর্শ জাগিয়ে তুলতে অশ্বিনীকুমার বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণকে নিয়ে "দরিদ্র বান্ধব সমিতি" (Little Brothers of the poor), "আশ্বাসী সম্প্রদায়" (Band of Hope), "কৃপালু সম্প্রদায়" (Band of Mercy) এবং সর্বোপরি ভাব সামঞ্জস্য প্রচার কল্পে "বান্ধব সমিতি" (Friendly Union) স্থাপন করেন। এতদ্ ভিন্ন "ছাত্রবন্ধু" নামে ছাত্রদের জন্য ছাত্র-শিক্ষক পরিচালিত একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বান্ধব সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জীবনের যাবতীয় কার্যকরী বিষয়সমূহ বিস্তারিত আলোচিত হয়।

৬ঃ শরৎ কুমার রায় - মহাত্মা অশ্বিনী কুমার, পৃঃ ৭২।

প্রতি সপ্তাহে নির্বাচিত একজন উপদেষ্টার আসনে উপবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা অবলম্বনেই অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ", "কর্মযোগ", "দুর্গোৎসবতত্ত্ব" ও "প্রেম" রচিত হয়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয় ও কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ রাজচন্দ্র স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। বরিশালের মত ক্ষুদ্র শহরে খুব কাছাকাছি দু'টি কলেজ ছিল বলে উভয় কলেজের মধ্যে তীব্র রেষারেষি বিদ্যমান ছিল এবং তা অনেক সময় উগ্র হয়ে উঠত। ফলে দু'টি কলেজকেই এর ফল ভোগ করতে হত। বরিশালের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বিটসন বেল ব্রজমোহন কলেজের মঞ্জুরী সমর্থন করে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন, "Barisal may said to be the Oxford of East Bengal. If Oxford could maintain fourteen colleges, I do not see any reason why Barisal should not maintain two." [৭] ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার এ দু'টি কলেজকে একত্রিত করার চেষ্টা করে বিফল হন। এ সময় রাজচন্দ্র কলেজ আর্থিক দিক থেকে এত অসচ্ছল হয়ে পড়ে যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে কলেজটি বন্ধ করে দেন।

এমনিভাবে প্রায় বিশ বছর ব্রজমোহন কলেজে পড়াশুনা এত সুষ্ঠুভাবে চলছিল যে, এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বঙ্গ তথা ভারত বিখ্যাত এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ সত্যবাদী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্মভীরু বলে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি সে বছরই চাটগাঁ, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের সাথে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সংযুক্তিসাধন করে "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এ ঘটনাকে বঙ্গ-ভঙ্গ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু জনগণ এতে ভীষণ বিক্ষুব্ধ হলেন। তারা ধরে নিলেন, এ ব্যবস্থা দ্বারা ইংরেজরা বাঙ্গালীর জাতীয়তা ও অখণ্ডতা নষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ

৭ঃ শ্রীশরৎকুমার রায়—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, পৃঃ ৭২।

করেছে। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুর রসুল প্রমুখ বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুললেন। এ আন্দোলনই পরে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা রদ করার পরপরই ব্রজমোহন কলেজ ও স্কুলের প্রতি সরকারের কোপদৃষ্টি পড়ল। এতদিন তাদের চোখে যে বিদ্যায়তনের কার্যপ্রণালী, শিক্ষা ও শিষ্টতা প্রশংসনীয় বলে মনে হত, এখন আর তা থাকল না। এ সময় ছোটলাট ছিলেন ব্যামফিল্ড ফুলার। তিনি মনে করতেন ব্রজমোহন কলেজ রাজনীতির দুর্ভেদ্য দুর্গ। সুতরাং তাঁর পক্ষ থেকে এ বিদ্যায়তনটিকে নির্যাতিত করার এমন কি এটিকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

বঙ্গ-ভঙ্গ ব্যবস্থা রদের পর রিজলী সাহেব এক সার্কুলার প্রচার করেন, "ছাত্ররা রাজনৈতিক কার্যে যোগদান করিতে, বক্তৃতা করিতে এবং রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিতে পারিবে না।" ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ সর্বতোভাবে উক্ত আদেশ মেনে চলার পক্ষপাতী ছিল না। শাসকগোষ্ঠী তখন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে এক পত্রে জানালেন, "ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ রিজলী সার্কুলারের সকল শর্ত মানিয়া চলিবে, আমরা আপনাদের নিকট এই প্রতিশ্রুতি পাইতে চাই। যদি উক্ত সার্কুলারের কোন শর্ত লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইবার উপযোগী ছাত্রগণকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।"[৮]

কলেজের অধ্যক্ষ উপরোক্তরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদানে অসম্মতি জানালেন। ফলে, ১৯০৭ সালে এ কলেজের একটি ছেলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও 'রিজলী সার্কুলার'-এর দৌলতে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন। পর বৎসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেও বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু এ অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করে তিনি এ কলেজেই ইণ্টারমিডিয়েট

৮ঃ শরৎকুমার রায়—মহাত্মা অশ্বিনীকুমার, পৃঃ ১১০—১১১ঃ

শ্রেণীতে ভর্তি হন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায়ও তিনি প্রথম স্থানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পুণরায় বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। এভাবে ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক বছরই ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে কোন না কোন ছাত্র বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের বৃত্তি দেওয়া হয় নি। এ অবিচারের শুধু এখানেই শেষ নয়। তখন একটি গোপনীয় সরকার আদেশও ছিল যে, যারা ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবে, তাদেরকে সরকারী চাকরী দেয়া হবে না।

১৯০৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন বিধি অনুসারে স্কুল ও কলেজগুলোতে পরিদর্শন শুরু হয়। সর্বপ্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেব ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করে তাঁদের রিপোর্ট-এ কলেজটির বিশেষ সুখ্যাতি করেন। এর কিছুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর ডঃ পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রজমোহন কলেজ পরিদর্শন করে এর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উপস্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগসমূহের কৈফিয়ৎ চাওয়া হইলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সহিত উহার প্রতিবাদ করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

এ তদন্ত কমিটির কাজ শুরু হবার পূর্বে ১৯০৮ সালে ডঃ পি, কে, রায় কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার কাছে তদন্তের জন্য সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের প্রদত্ত এক বিরাট রিপোর্ট প্রদান করেছিলেন। ডঃ রায় উক্ত রিপোর্ট গোপনে অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ রিপোর্টকে বিশেষ প্রাধান্য দেয় নাই বলেই মনে হয়। কারণ এ রিপোর্টে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট উহা প্রেরিত হয়নি। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে অবশ্য জেমস্ ও অধ্যাপক কানিংহাম কলেজ পরিদর্শনে আসেন। তাঁদের রিপোর্টে কলেজটির নিন্দা বা এর

বিরুদ্ধে অভিযোগ তো দূরের কথা, এর সম্পর্কে যথেষ্ট সুখ্যাতির উল্লেখ দেখা যায়।[৭]

শাসকগোষ্ঠী ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রদের বৃত্তি ও সরকারী চাকুরী থেকে বঞ্চিত করেও যখন কলেজ কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করতে সক্ষম হলেন না, তখন তারা এ কলেজটির মঞ্জুরী তুলে নেবার হীন চক্রান্তের আশ্রয় নিলেন। পূর্ববঙ্গ সরকার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব সমীপে এ কলেজের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশ্য অভিযোগ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিন্টো অনুমোদন করেন নাই। অপরদিকে তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এ অভিযোগের প্রতি আস্থা স্থাপন না করে মাননীয় বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বে এক তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

কলেজটি যখন এমনি প্রতিকূলতার মধ্যে নিপতিত তখন ১৯০৮ সালে অশ্বিনীকুমার ও তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সরকার নির্বাসিত করেন। ফলে কলেজটির চরম দুর্দিন শুরু হল। এমনকি শেষ পর্যন্ত কলেজটি টিকবে কিনা সে ব্যাপারে ছাত্র-শিক্ষক অনেকের মনেই দুর্ভাবনার উদয় হল।

অতঃপর ১৯০৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কলেজের অধ্যক্ষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ব্রজমোহন কলেজের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল সেগুলো, সরকারী গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ও অপরাপর অভিযোগ-এর নকল বের করে বিস্তারিত জানতে সক্ষম হলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার কাছে উক্ত অভিযোগসমূহের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কিন্তু তার পক্ষে সবগুলো অভিযোগের উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল না। কারণ উপস্থাপিত অভিযোগগুলোর অধিকাংশই ছিল নির্বাসিত অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কারারুদ্ধ ভবরঞ্জন মজুমদারের বিরুদ্ধে। তিনি

৭ঃ শরৎকুমার রায়—মহাত্মা অশ্বিনী কুমার, পৃঃ ১১৩।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন যে, উক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ বাদ দিয়ে অপরাপর অভিযোগগুলোর কৈফিয়ৎই কেবলমাত্র তার পক্ষে দেয়া সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতেই রাজী হলেন। যথাকালে অধ্যক্ষ তাঁর রিপোর্ট পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, ছাত্রদেরকে রাজনীতি থেকে যতটা সম্ভব তিনি দূরে রাখতে চেষ্টা করবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পূর্ববঙ্গ সরকারকে জানালেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলো প্রমাণিত করার জন্য তদন্ত কমিটির সম্মুখে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে হবে এবং নির্বাসিত ও কারারুদ্ধ অশ্বিনীকুমার, সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভবরঞ্জন মজুমদার প্রমুখরা যাতে যথারীতি আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ পান তার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার প্রস্তাব দু'টির একটিতেও সম্মত হন নাই। ফলে উপাচার্য কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির কোন অধিবেশনই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ মাস নির্বাসনে থেকে অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে ফিরে আসেন তখন এই বিদ্যায়তনটির জীবন মরণ সংগ্রাম চলছিল। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নিয়মানুসারে কলেজ চালাতে হলে যে পরিমাণ অর্থ ও স্থানের প্রয়োজন তা তখন এই কলেজটির ছিল না। কলেজটিকে কোন প্রকারে টিকিয়ে রাখার জন্য অশ্বিনীকুমার বি, এ, ক্লাশ তুলে দিতে মনস্থ করেন। সরকারের সাথে মনোমালিন্য ও অভাব অনটনের এই দুর্দিনে বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার রেভারেণ্ড ই, এল, ষ্ট্রং সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসেন।[১০] এই জাতীয় মীমাংসায় কলেজের স্বাধীনতা যদিও খর্ব হয়, তবুও শহরের প্রতিনিধি স্থানীয় গণ্যমান্য বন্ধুদের অনুরোধে অশ্বিনীকুমার কলেজটিকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে উক্ত প্রস্তাবে রাজী হলেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতে

১০ঃ ই, এল, ষ্ট্রং এর বক্তব্যের প্রতিলিপি পরিশিষ্ট 'গ' এ দেয়া হ'লো।

পেরেছিলেন যে, যদি তিনি এটুকু স্বার্থত্যাগ না করেন তাহলে এই অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার হয়ত কোন ব্যবস্থাই আর থাকবে না।

অবশেষে সরকার পক্ষ, স্বত্বাধিকারী, অধ্যাপক, অভিভাবক সকল পক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির হাতে কলেজের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে সরকার কলেজের বাড়ীঘর তৈরীর জন্য এককালীন এক লক্ষ টাকা ও মাসিক ১২০০ টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। ১৯১২ সালের মার্চ মাসে কলেজের স্বত্বাধিকারীগণ কাগজ-কলম কলেজের স্বত্বত্যাগ করেন এবং কার্যনির্বাহের ভার উক্ত প্রতিনিধি সভার (Council of Trustees) হাতে অর্পন করেন। ঐ দলিলে (Trust Deed) বান্ধব সমিতি (Friendly Union) দরিদ্র বান্ধব সমিতি (Little Brothers of the Poor) প্রভৃতি সদানুষ্ঠানসমূহ রক্ষার চুক্তি ছিল। অবশ্য তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাসগুপ্ত সহ অনেককেই কলেজ ত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল।

১৯১৭ সালে কলেজটি বর্তমান স্থানে (বর্তমান পুরানা কলেজ ভবন) স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর কলেজ ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছিল। এই সময়ই কলেজটি স্কুল থেকে আলাদা হয়ে পড়ে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্বদেশভক্ত অশ্বিনীকুমারকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার যে চক্ষে দেখতেন ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারের চিঠিতে তার পরিচয় মেলে। কর্মত্যাগ করে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার প্রাক্কালে তিনি অশ্বিনীকুমারকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করার উপদেশ সম্বলিত একখানি পত্র লিখেছিলেন। উপদেশমূলক পত্র হলেও তাতে অশ্বিনীকুমারের প্রতি ফুলারের গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে।[১২]

১১ঃ দলিলটির প্রতিলিপি পরিশিষ্ট 'ক'-এ দেয়া হল।

১২ঃ পত্রটির প্রতিলিপি পরিশিষ্ট 'খ' এ দেয়া হল।
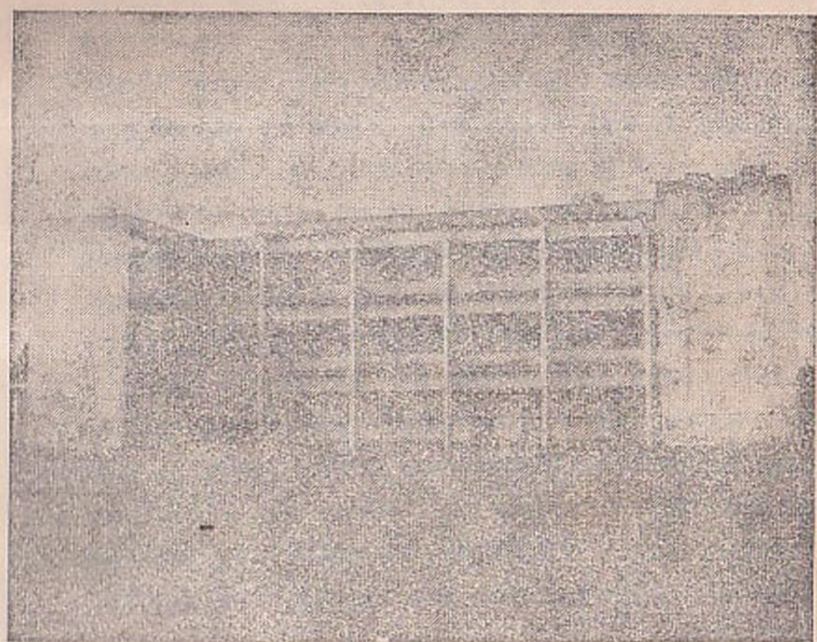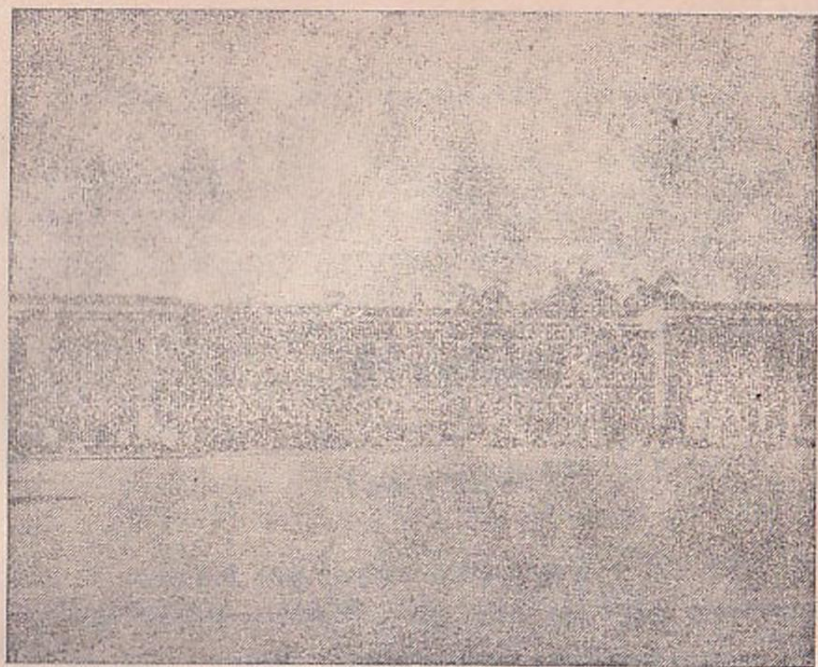
উপর : মূল কলেজ ভবন (পুরাতন) ।

নীচ : মূল কলেজ ভবন (নূতন) ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(১৯১২—১৯৫২)

১৯১২ সাল থেকে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্যে চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে কলেজটির নাম সারা বাংলা তথা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বাৎসরিক পরীক্ষাগুলোতে ব্রজমোহন কলেজের ছাত্ররা কৃতিত্ব সহকারে এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখানকার অধ্যাপকদের শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতমান লক্ষ্য করে ১৯২২ সালে এই কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে বি, এ, (অনার্স) পাঠ্যক্রম চালু করার অনুমোদন দান করেন। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এই সময় কলেজের অধ্যক্ষ। এরপর ১৯২৫ সালে সংস্কৃত ও গণিত শাস্ত্রে এবং ১৯২৮ সালে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স পাঠ্যক্রম খোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। পরবর্তীকালে অর্থনীতি শাস্ত্রেও অনার্স পাঠ্যক্রম চালু করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দান করে। অনার্স পাঠ্যক্রম চালু করার পর থেকে প্রায় প্রতি বছরই কমপক্ষে দু'একজন ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকেন। এর পূর্বে ব্রজমোহন কলেজকে অনেকে অক্সফোর্ডের সাথে তুলনা করতেন। তাদের সে কল্পনা এতদিনে রূপ লাভ করল—ব্রজমোহন কলেজ 'বাংলার অক্সফোর্ড' নামে পরিচিত হতে লাগল। এই কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষাগুলোর ফলাফলের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের শেষ এখানেই নয়। ১৯২৮ সালে কলেজের কৃতী ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি সুধা ঘোষ গণিত শাস্ত্রে অনার্স পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত

পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে "ঈশান বৃত্তি" লাভ করেন।[১]

তাই বলা চলে ১৯২২ সাল থেকেই ব্রজমোহন কলেজের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত হয় এবং বিভাগ পূর্বকাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। এই সময় ১৯২৩ সালের ৭ই নভেম্বর মহাত্মা অশ্বিনীকুমার মারা যান। মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য সহচর সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীশচন্দ্র পণ্ডিত প্রমুখ ব্যক্তিগণ মহাত্মার প্রাণপ্রিয় কলেজটির উন্নতিকল্পে প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে অনার্স শ্রেণী চালু রাখার ব্যাপারে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী অনার্স শ্রেণীতে দু'বছরের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ব্রজমোহন কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় চলে আসে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীর জন্য তিন বছরের পাঠ্যক্রম চালু থাকায় এখানে অনার্স চালু রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, সে সময় এই কলেজের অধিকাংশ অধ্যাপকই ছিলেন হিন্দু। দেশ বিভাগের ফলে তাঁদের অনেকেই ভারতে চলে যান, ফলে অভিজ্ঞ অধ্যাপকের অভাবে এখানে অনার্স শ্রেণী পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫০ সালে শুরু হয় হিন্দু মুসলমান দাংগা। দেশ বিভাগের ফলেও যাঁরা জন্মভূমির মায়া কাটাতে পারেন নি, এবার তাঁরাও দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সে মুহূর্তে তাদের শূন্যস্থান পূরণের কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব হয়নি। ফলে অনার্স শ্রেণীসমূহ তুলে দেয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর ছিল না। কর্তৃপক্ষ গণিতশাস্ত্র ছাড়া অপরাপর বিষয়গুলির অনার্স শ্রেণীসমূহ ১৯৫০ সালে

১ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার নিয়মানুযায়ী যত বিষয়ে অনার্স পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত ছিল সে সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষায় যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করতেন তাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক নম্বর পেতেন তাকেই "ঈশান বৃত্তি" দেয়া হত। উল্লেখযোগ্য উক্ত শ্রীমতী শান্তি সুধা ঘোষ লিখিত চারটি পত্রের চারশ' নম্বরের মধ্যে চারশ'ই পেয়েছেন।

তুলে দেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রের অনার্স শ্রেণীও ১৯৫২ সালের পরে আর চালু রাখা সম্ভব হল না। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে কলেজটি এক মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়। কলেজে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র ছিল। এদেরও অধিকাংশ ছিল হিন্দু। দেশ বিভাগ ও দাংগার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তারা দলে দলে দেশত্যাগ করার ফলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। এই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রবেতন দ্বারা অনার্স শ্রেণীর জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। উক্ত ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ অনার্স শ্রেণীসমূহ তুলে দিয়ে কলেজটিকে অর্থনৈতিক দৈন্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস পান।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯১২ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধিদের হাতে কলেজ অর্পণ এবং সরকারী সাহায্য লাভের পর থেকে আস্তে আস্তে কলেজটি পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে শুরু করে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা ধীরে ধীরে বিলীন হতে শুরু করে। স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণাঞ্চলের অবহেলিত-বঞ্চিত মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করা। কিন্তু সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির পর তাঁর সে উদ্দেশ্য আর বঞ্চিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। ক্রমে উচ্চশিক্ষা ধনীদের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হতে থাকে। ব্রজমোহন প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য—বান্ধব সমিতি, দরিদ্র বান্ধব সমিতি প্রভৃতি সদানুষ্ঠানসমূহ নামমাত্র টিকে থাকে, কার্যক্ষেত্রে এগুলোর কোন চিহ্নই থাকল না। বরিশাল অক্সফোর্ড মিশনের ফাদার ও ব্রজমোহন কলেজ কমিটির তৎকালীন সভাপতি রেভারেণ্ড স্ট্রং মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের উদ্দেশ্য দিনদিনই বিলীন হয়ে যাচ্ছে দেখে ভীষণ মনঃক্ষুন্ন হলেন এবং তিনি আর কমিটির সভাপতির পদে অধিষ্টিত থাকার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে না পেয়ে ১৯২১ সালে কলেজ কমিটির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। তিনি কেন উক্ত কমিটির সভাপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করতে মনস্থ করেছিলেন তা তিনি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে লিখিত একখানা চিঠিতে[২] বিশদ আলোচনা করেন।

২: চিঠিখানি পরিশিষ্ট 'গ'-এ দেয়া হল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(১৯৫২—১৯৭৩)

পূর্ব অধ্যায়েই বলা হয়েছে যে, দেশ বিভাগের পর থেকে নানা দিক দিয়ে কলেজটির দুর্দিন শুরু হয়েছিল এবং দিন দিনই তা অবনতির দিকে যাচ্ছিল। এভাবে কলেজটি যখন কোন প্রকারে চলতে থাকে তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট একজন সুযোগ্য অধ্যক্ষ নিয়োগের (on deputation) জন্য আবেদন জানান। তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা দপ্তর জনাব কবির চৌধুরীকে (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক) এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত করেন। তিনি এখানে অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করেই কলেজটির নানাবিধ সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। বস্তুতঃ পক্ষে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলেজটির বর্তমান উন্নতির সুত্রপাত হয়। তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে যান তাঁরই উত্তরসূরী জনাব মেজবাহুল বার চৌধুরী। তিনি অধ্যক্ষ থাকা-কালীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৬৫ সালে কলেজটিকে সরকারী কলেজে পরিণত করেন। একই বছর এখানে ধনবিজ্ঞানে অনার্স পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬৭ সালে কলেজটির সাবিক উন্নতি ও সংস্কারের নিমিত্ত একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং তা তখন থেকেই কার্যকরী করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে কলেজটির সংস্কারের জন্য সরকার দু'লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। সে টাকা কাজে খাটাবার পুর্বেই নেমে আসে

বাঙালী জাতির জীবনে এক চরম সংকট। বাঙালী জাতীয়তাকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি বাঙালীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় মুক্তিযুদ্ধে।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সৃষ্টি হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। দেশমাতৃকাকে হানাদারবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের একটা বিরাট অংশ অধিকার করেছিল ছাত্র সমাজ। দেশ শত্রুমুক্ত হবার সংগে সংগে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে ফিরে আসে শিক্ষার অংগণে। এই সময় ছাত্র সংখ্যা এত প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায় যে পুরানা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদেরকে জায়গা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে দিন দিনই নতুন নতুন স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে কতকগুলো পুরানা কলেজে 'ডবল শিফট' ক্লাসেরও ব্যবস্থা করার জন্য সরকার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন। একই সময় পর পর কয়েকটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার ফলে বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে এবং তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভীড় জমাতে থাকে এবং ভর্তির জন্য জোর দাবী জানাতে থাকে। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্ররা ছাত্র-সমাজের এই ন্যায্য দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সক্রিয় সমর্থন জানায়।

ছাত্র সমাজের এই জোর দাবীর মুখে সরকার বিকল্প কিছু উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকেন, কারণ যে ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের শেষ রক্ত বিন্দুও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয়নি, তাদেরকে আজ উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে না পারলে স্বাধীনতার কোন মূল্যই যে থাকে না। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশের সরকারের পক্ষে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করাও কোন অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না।

সারা বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে যখন এমনি এক সংকটাবস্থা বিরাজমান, তখন জনাব এ, কে, এম, ইমদাদুল হক মজুমদারকে সরকার ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করেন। জনাব মজুমদার ১৯৭২ সালের জুন মাসে এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর স্থানীয় ও দক্ষিণাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণের উচ্চ শিক্ষার এই দাবীটি

তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাই কলেজটিতে সকল বিষয়ে স্নাতক সম্মান ও কতিপয় বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করে তিনি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার প্রবেশপথ উন্মোচন করার জন্যে তৎপর হন। এবং এ উদ্দেশ্যে আপামর জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবি ও মান্যগণ্য ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্য নেন।

এই উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দাবীর স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলোই ছিল প্রধান :—

১। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরতঃ বি, এম, কলেজের মতো প্রায় শতাব্দীব্যাপী ঐতিহ্যবাহী কলেজে নানা বিষয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করলে বর্তমান উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত বরিশাল এবং পটুয়াখালীর মত শিল্পে অনুন্নত এবং অনবরত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলসমূহের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম হবে।

২। নদী-নালা বহুল এবং রেল লাইন বিহীন এতদাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রামে যাতায়াত ও অবস্থান তুলনামূলকভাবে অধিক সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। সুতরাং বি, এম, কলেজকে একটি উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে উন্নীত করলে উচ্চ শিক্ষায় সীমিত জাতীয় সম্পদের বিনিয়োগ বিশেষভাবে মিতব্যয়িত এবং ফলপ্রদ হবে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে—বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীর মাথাপিছু বিপুল ব্যয়, বি, এম, কলেজে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের মাথাপিছু ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ।

৩। কতিপয় সরকারী কলেজে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হলে ঢাকা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গণে ছাত্র-ছাত্রীর ভীড় কমে যাবে। ছাত্র-ছাত্রীবাসে স্থান সংকুলানের অপ্রতুলতা বৃদ্ধি পাবে না, শান্তি-শৃঙ্খলা আরো বেড়ে যাবে। এবং উন্নত শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ আরও ভাল ভাবে গড়ে উঠবে।

বরিশালের শিল্প ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র বিহীন এবং শ্রমিক ধর্মঘটমুক্ত অঞ্চলই একটি উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত কেন্দ্র হওয়া উচিৎ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—ইংল্যাণ্ডের আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি—অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ—শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত বিধায় উচ্চ মানের শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে এমনি ধরণের পরিবেশে অবস্থিত বি, এম. কলেজকেও অতীতে বাংলার অক্সফোর্ড বলা হোত।

অধ্যক্ষ সাহেব উল্লেখিত উচ্চ শিক্ষার দাবীটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট পেশ করে ব্রজমোহন কলেজে ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বৎসরে সাতটি বিষয়ে সম্মান ও চারটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করার অনুমোদন লাভ করেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কলেজের সকল বিভাগের সীমিত সংখ্যক শিক্ষকবৃন্দ অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং কষ্ট স্বীকার করে এই স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম কার্যকরী করেন। তাঁদের এই অ-পুরস্কৃত অবদান ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

যে সাতটি বিষয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে স্নাতক সম্মান পাঠ্যক্রম চালু করা হয় সেগুলো হোল- বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞান। এবং যে চারটি বিষয়ে ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করা হয় সেগুলো হোল—

বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রসায়ন শাস্ত্র।

এর পূর্বে এই মহাবিদ্যালয়ে শুধু অর্থনীতিতেই স্নাতক সম্মান চালু থাকায় জনাব ইমদাদুল হক মজুমদার বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে ১৯৬৬ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে এই কলেজে যোগদান করেন। এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ১৯৫০ সালের ১১ই নভেম্বর

থেকে জড়িত। কারণ ঐ সময়ে তিনি সর্বপ্রথম অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে নিজের শিক্ষকতার কর্মময় জীবন আরম্ভ করেন। এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করার সুযোগ লাভ করেন। তারপর বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করার পরেও সম্ভবতঃ এই কলেজটির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা থাকায় দ্বিতীয়বার এই কলেজে যোগদান করে যথাক্রমে অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ হিসেবে এই কলেজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।[১]

১৯৬৭-৬৮ সালে কলেজের উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু তা ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত অবাস্তবায়িত থাকে। ১৯৬৯-৭০ সালে এই পরিকল্পনা আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য সি, এণ্ড বিকে ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা সত্ত্বেও অনুকূল অবস্থার অভাবে তা খরচ করা সম্ভব হয় নি।

স্বাধীনতার পর এই কলেজের উন্নয়নমূলক সমস্যার সমাধানের আবেদন সরকারের নিকট পেশ করা হলে সরকার আরও ৩ লক্ষ টাকা ১৯৭২-৭৩ সালে বরাদ্দ করেন। এই ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সি, এণ্ড বি, ডিগ্রী ছাত্রা-বাসকে দ্বিতল করেন, কে, পি, সেন লজ নির্মাণ করেন, অতিথী ভবন নির্মাণ করেন, রসায়ন গবেষণাগার ও কে, পি, হল এবং মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রাবাস আংশিকভাবে সংস্কার করেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান ভবন নির্মাণের জন্য সরকার সাড়ে আট লক্ষ টাকা সি, এণ্ড বি-র খাতে ন্যস্ত করেন। কিন্তু অট্টালিকা নির্মাণের উপকরণের অভাব এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে উভয় অট্টালিকার নির্মাণকার্য্য ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব পর্যন্ত আরম্ভ করা সম্ভব হয় নি।

এই সব উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৭৫-৭৬ সালে আরও ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। এই বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয়ে রসায়ন ভবনের নির্মাণকার্য ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে সি, এণ্ড বি-র তত্ত্বাবধানে চলছে। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবাস, শ্রেণীকক্ষ, ব্যায়ামাগার, বাসভবন, পদার্থবিজ্ঞান ভবন এবং আভ্যন্তরীণ রাস্তা

১ঃ ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষদের তালিকা পরিশিষ্ট—'ঘ'-এ দেয়া হ'ল।
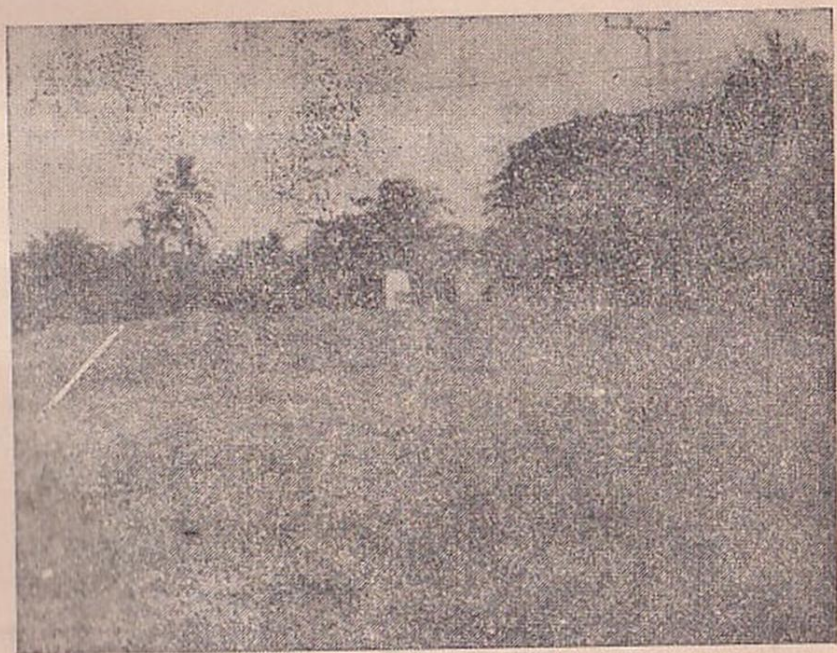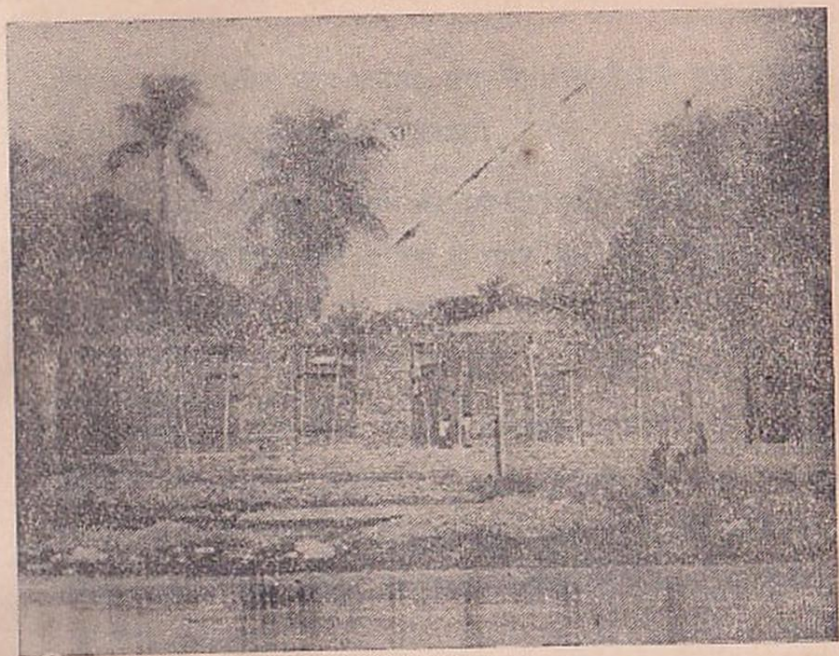
উপর ঃ নির্মীয়মান কলেজ মসজিদ।

নীচ ঃ বিধ্বস্ত শহীদ মিনার।
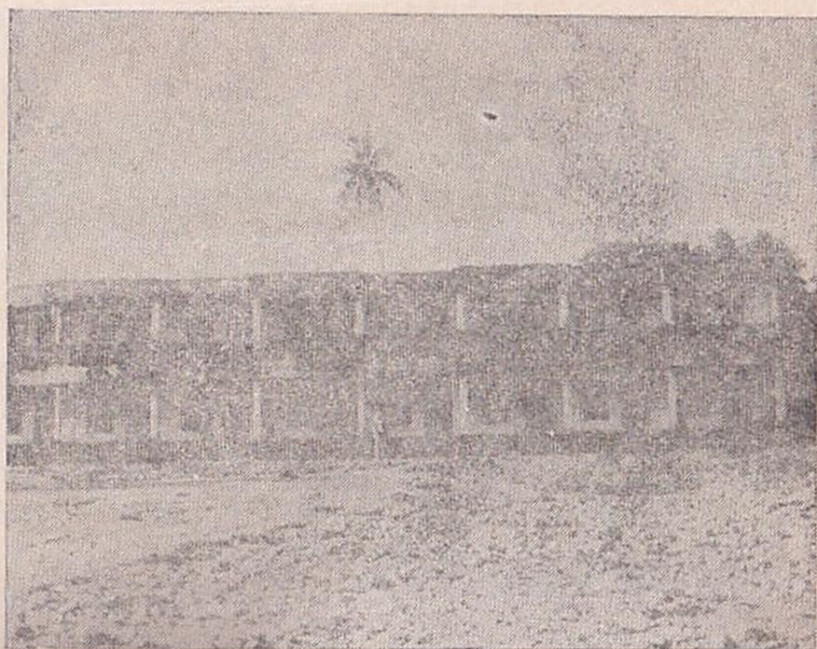
উপর ঃ স্নাতক ছাত্রাবাস (পশ্চিম ভবন)।

নীচ ঃ স্নাতক ছাত্রাবাস (পূর্ব ভবন)।

নির্মাণ ও কিছু ভূমির হুকুম দখলের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের খসড়া প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় কতিপয় মহৎ ব্যক্তির অবদানে একটি বৃহদাকারের মস্‌জিদ নির্মিত হচ্ছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে এবং এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিক্ষাঙ্গনের নৈতিকতাবোধকে প্রভাবান্বিত করবে।

এই মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালুর ফলে শিক্ষকের স্বল্পতা বিশেষভাবে প্রকট হয়ে পড়ে। আশা করা যায় সরকার অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের হারের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখবেন। ইতিমধ্যে সরকার নিম্নলিখিত পদগুলি সৃষ্টি করেছেন।

গেজেটেড পোষ্ট :

১। এসোসিয়েট প্রফেসার ৮
বি. এস. ই এস.

২। এ্যাসিষ্টান্ট প্রফেসার ... — ... ৫
বি ই. এস.

৩। [illegible] — ৪
বি. জে. ই এস.

নন্ গেজেটেড পোষ্ট :

১। ডেমোনেষ্ট্রেটর — ১

২। লোয়ার ডিভিশন এ্যাসিষ্ট্যান্ট	...	...		১
৩। টাইপিষ্ট	...	...	...	১
৪। স্কিল্ড বেয়ারার	...	...	...	২
৫। এম. এল. এস. এস.	...	...	...	৪

আশা করা যায় বরিশালের সুযোগ্য সুধীবৃন্দ ও অধ্যক্ষ জনাব এ. কে. এম. ইমদাদুল হক মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ ব্রজমোহন কলেজটিকে কেবলমাত্র সমস্যামুক্তই করবেন না, অচিরেই তাঁরা এই কলেজটিতে অন্যান্য বিষয়ে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠ চালু করে একে একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিয়ে অবহেলিত দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ ও সুগম করবেন।
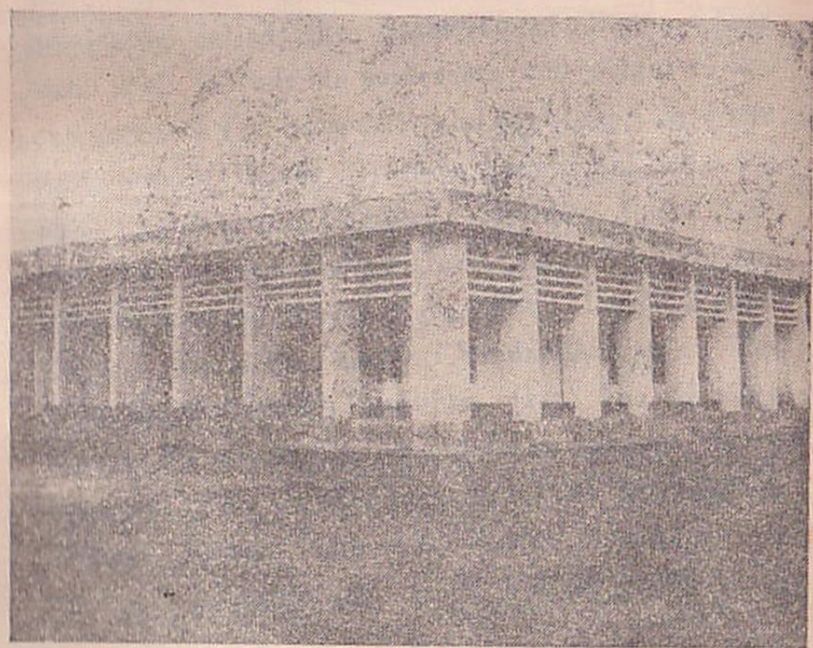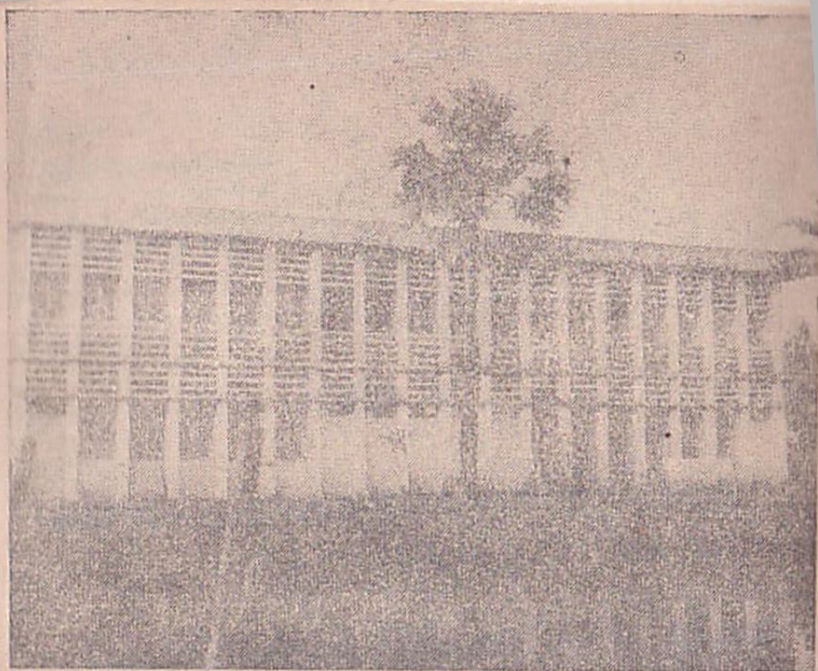
উপর ঃ প্রশাসনিক ভবন।

নীচ ঃ কাফেটারিয়া।
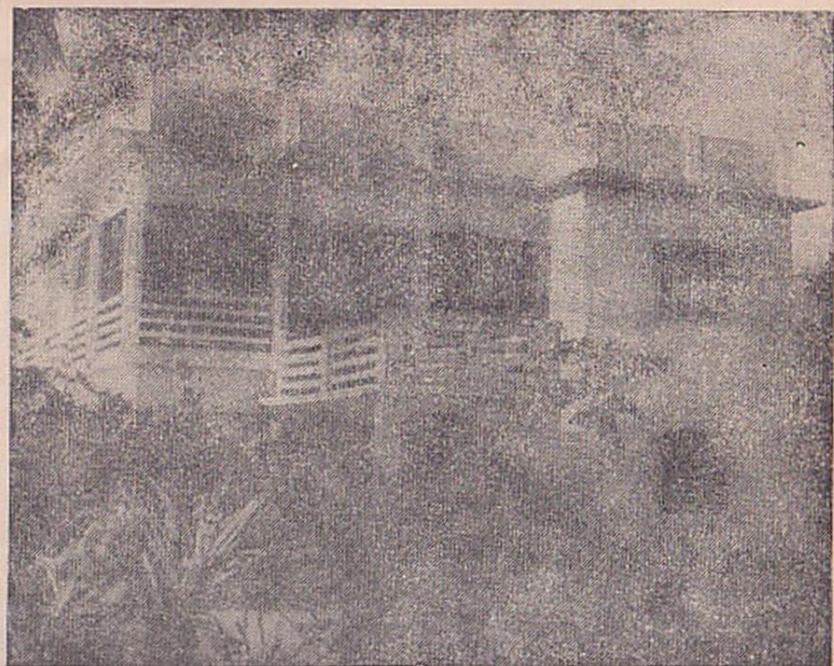
উপর ঃ অধ্যক্ষ ভবন।

নীচ ঃ পুরাতন শ্রেণীকক্ষ।

পরিশিষ্ট 'ক'

DEED OF AGREEMENT—BROJOMOHUN COLLEGE, BARISAL.

This Indenture made this 26th day of March, 1912, between the Secretary of State in Council, hereinafter called the Secretary of State, which term shall include his successors and assigns of the one part and (1) Babu Nrityalal Mukherji, (2) Babu Kaliprasanna Ghosh, (3) Babu Kishori Lal Sen, (4) Babu Chand Mohun Chatterji, (5) Mr. James Roy, (6) Babu Aswini Kumar Dutt, (7) The Rev. Edmund Linwood Strong, (8) Babu Tarini Kumar Gupta, (9) Babu Ganesh Chandra Dasgupta, (10) Babu Satish Chandra Dasgupta, (11) The Hon'ble Moulvi Hemayetuddin Ahmed Khan Bahadur, being members of the Governing Body of the Brojomohun College, Barisal, appointed under the provisions of the Universities Act (Act VIII of 1904) by a

deed of even date, hereinafter called the Council of the other part.

Whereas Babu Brojomohun Dutt founded for the benifit of the public at Barisal, a school on the 27th June, 1884, the then and still known as the Brojomohun Institution and whereas his sons Aswini Kumar Dutt, Kamini Kumar Dutt, deceased, Jamini Kumar Dutt, deceased, in June 1889, founded for the same purpose a second grade College also called the Brojomohun Institution, teaching upto the First Examination in Arts now called Intermediate Examination of the Arts standard of the Calcutta University and whereas the said Aswini Kumar Dutt and the said Kamini Kumar Dutt, deceased, raised the said college in August 1898, to the status of a First Grade College teaching upto the Bachelor of Arts standard of the said University and whereas the said Aswini Kumar Dutt and Sushila Bala Dutt, wife of the said Kamini Kumar Dutt, deceased, mother and guardian of Sukumar Dutt, Sushil Kumar Dutt and Saral Kumar Dutt by caste Kayastha, zaminders of Batajore in the district of Bakarganje at present residing at Barisal, Bakarganje, are now the proprietors of the said school and college and are competent to act and are for the purposes of these presents acting as the sole proprietors of the aforesaid school and

college (hereinafter called the proprietors) and whereas the aforesaid college is now being managed by a governing body appointed under the provisions of the Indian Universities Act comprising the Council aforesaid and whereas the proprietors have conveyed and assigned to the Council all their right, title and interest in the aforesaid college and whereas the Council have agreed to carry on and maintain the said College subject to the convenants hereinafter contained and to accept the grant of land and money from the Secretary of State for the aforesaid college in trust.

Now this Indenture witnesseth that in consideration of the above premises the Secretary of State agrees to pay to the Council both a capital sum of three quarters of a lac and an annual grant the amounts and instalments whereof will be fixed and regulated by the Local Government and to convey a plot of land to be hereinafter acquired to the Council upon the uses and trusts hereinafter expressed that is upon trust to maintain and carry on the said college upon the conditions and convenants hereinafter contained.

1- The Council shall be constituted in accordance with the scheme described below and shall

comprise, (1) The Principal of the college, the present incumbent of the post being Babu Nrityalal Mukherji, (2) A member of the College Staff of Professors and teachers to be elected by the staff, the present representative being Babu Kali Prasanna Ghosh, (3), (4) and (5) members nominated by the Government, the present nominees being Babu Kishori Lal Sen, Babu Chand Mohun Chatterji, Mr. James Roy, (6), (7) and (8) members to be elected by the aforesaid proprietors or their heirs and successors either from among themselves or from among others provided that a person not ordinarily resident in India shall be eligible to exercise the power of election under this clause and provided that no one not ordinarily resident in the district of Bakarganje shall be eligible to exercise such powers when the number of such heirs or successors will exceed 30: provided further that if the aforesaid right of election be not exercised within six months it shall be competent to Government to fill up the vacancy by nomination, the present members so elected being Babu Aswini Kumar Dutt, the Rev. Edmund Linwood Strong, Babu Tarini Kumar Gupta, (9) and (10) members to be elected by the guardians of the students provided that one of the two shall have passed

two University Examinations from the Brojomohun School and College or one University Examination from the College and be a graduate or licentiate in Medicine and Surgery or licentiate in Engineering; the present members so elected being Babu Ganeshchandra Dasgupta, Babu Satishchandra Das, (11) A Mahomedan elected by the gaurdians of the Mahomedan students at the time being, the present incumbent so elected being the Hon'ble Moulvi Hemayetuddin Ahmed, Khan Bahadur.

2. The members of the Council shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-nomination and re-election

3. If during the term any member shall die or retire or refuse or become incapable to act in the trusts of these presents or shall be absent from Barisal for more than one year then his place shall be filled in accordance with the scheme aforesaid. The Council shall elect, from among themselves, a President and a Secretary provided that the election of the President shall be subject to the approval of the Local Government during the first ten years. The Principal of the College shall be eligible for the post of Secretary.

4. Save with special consent of the Council to be signed in each case in writing no part of the premises of the College shall be used for any purpose other than for the purposes of the college.

5. Subject to the rules for the time being of the Education Department for the management of aided Colleges and Hostels and of the University to which the College is affiliated the Council shall collect all fees payable by the students and boarders and all other sum subscribed or donated and invest, if necessary, the surplus income of the College. The Council shall be competent, with the permission of the Local Government, to transfer by sale, mortgage, lease or otherwise the properties which shall be hereafter used for the purposes of the College and to acquire by lease, license or gift an interest in properties movdable or immovdable for the purposes of the college.

In particular it shall be the duty of the Council (a) to frame an estimate of the annual income and expenditure, (b) to keep regular accounts of income and expenditure, (c) to appoint, dismiss, grant leave and exercise a general control over the staff and fix their salaries, emoluments

and privileges, provided that all appointments to the teaching staff of the college shall be subject to the approval of the Education Dipartment so long as the College shall be in receipt of a grant-in-aid from Government and such approval is required by the Grant-in aid rules (d) to determine the scale of fees, (e) to decide the course of studies and (f) generally to administer the affairs of the College.

6. The Council shall cause the buildings specified by the Director of Public Instruction to be erected in accordance with the plans and estimates approved by him and to be completed to the satisfaction of the Superintending Engineer of the Dacca Division.

7. The Council shall pay all rates and taxes which may hereafter be levied upon the College by any local authority whether the same be payable by owner or occupier.

8. The said buildings shall be maintained in good repair.

9. Neither the Council nor any member thereof shall derive any pecuniary return from

the use of the said lands or buildings save for the purposes of the College.

10: In the event of the land being at any time required for a purpose declared by the Local Government to be a public purpose then on giving six month's notice in writing and if any of the foregoing conditions shall at any time from any cause whatsoever be broken or ceased to be performed and observed then and in such case without notice the Secretary of State shall be entitled to revoke the trust hereby and re-enter upon the said land the Council shall be bound to give him or any officer authorised in this behalf quiet and peaceful possession of the said land and of the buildings erected thereon and of all the College furniture and equipment.

11. The question whether any condition of this trust has been broken or ceased to be performed or observed shall be referred to a Committee of three members of whom the Local Goverment, the Council and the University, to which the College is affiliated shall each nominate one and the opinion of such committee upon the matters referred shall be reported to Govermen', who shall after a consideration of the report come to a decision upon the question and such

decision shall be final and binding against the Council provided that if either the Council or the University aforesaid fail within two months of being so requested by the Local Governmet to appoint a member of such Committee as aforesaid then in such case the Local Government shall appoint some person not being an officer of Government to act and provided also that if both the Council and the University shall fail to appoint a member to such Committee within two months as aforesaid then and in such case the local Govenment shall appoint two persons not being officer of Government to act.

12. The name of the College shall remain the Brojomohun College

13. The Special features of the college for the purpose of moral instruction and training shall be maintained particularly the work (a) of the Association called the Teacher and Students Friendly Union which was founded for presenting to students by means of addresses, readings and songs, unsectarian cardinal principles of religion and morality without any reference to the doctrines of any particular creed, (b) of the band of students called the Little Brothers of the Poor founded for training of students in particular beneficence.

14. All stamp fees chargeable on this Deed shall be payable by the Government.

In witness whereof the said parties to these presents have hereunto set their respective hands and seals this day and year first above written.

(Sd.) A. W. Botham,
Collector of Bakerganj.

(Sd) Aswini Kumar Dutt
" Kishori Lal Sen
" Nritya Lal Mukherji
" Kali Prasanna Ghosh
" Tarini Kumar Gupta

(Sd) Satish Chandra Dasgupta
" Hemayetuddin Ahmed
" James E. Roy
" Edmund Linwood Strong
" Ganesh Chandra Dasgupta
" Chand Mohan Chatterji.

পরিশিষ্ট 'খ'

GOVERNMENT HOUSE
SHILLONG
14-8-1906.

Dear Sir,

Before leaving India I must write to beg of you, for your country's sake, to take the opportunity, that my resignation affords, of abandoning a position of hostility to the British Government which must be fraught with evil consequences. It has been a matter of deep regret to me that you should have taken so prominent a stand in opposing a government which only needs the co-operation of leaders of the people to benefit the country very greatly ; I have been hoping all along that you would re-consider

your position. For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip-service only. To the cause of education you have devoted practical and successful effort, remembering that philanthropy is shown by deeds. I beg that you will reflect upon the situation and upon the harm, which the agitation is causing to the youth of your people, and emphasise the self-denial you have practised in the past—an act of renunciation which, however distasteful to you, will be for the lasting benefit to those whose interest you have at heart.

Yours Truely,
Sd/—Bamfylde Fuller.

পরিশিষ্ট 'গ'

To

THE MEMBERS OF THE COUNCIL OF THE
BROJOMOHUN COLLEGE,
Barisal.

Gentlemen,

The new policy which the government favours for the B. M. College and which has practically been decided upon by the council, makes me feel that the time has come for me to withdraw from the Governing Body of the college; indeed that I shall be in a false position if I do not do at once, so that I take no part in making the new arrangement. I, therefore, desire herewith to tender my resignation as President of the Council. But it seemed to me unfriendly thus to severe my connection with you without a few words of explanation which I therefore ask you kindly to bear with.

The feeling which used to prevail among the B M authorities was that they should do as much as possible themselves and ask as little help from the government as possible for the college. That seems to me to be entirely the right spirit. Especially in view of the fact that in India every Rupee which is taken from the government for the higher education of those who ought to pay at least a large part of the expense of it themselves, is taken from the education of the illiterate poor. Many millions of whom are still allowed to live more like dumb cattle than reasonable human beings, and who cannot possibly pay for their own education. Hence I thought it worthwhile to do all I could to fosrer the old B, M. spirit and my main reason for connecting myself with the college was that I might help to do this. It has been therefore a great disappointment to me to find that since the college made its new start under the late Government of E. B. and Assam, the old spirit has been gradually dying out. It is this which has made it so difficult for me lately to take the interest in the college that I used to take. And nowthat the council has decided to ask the government to pay the whole cost of a large expensive college I feel that I must withdraw.
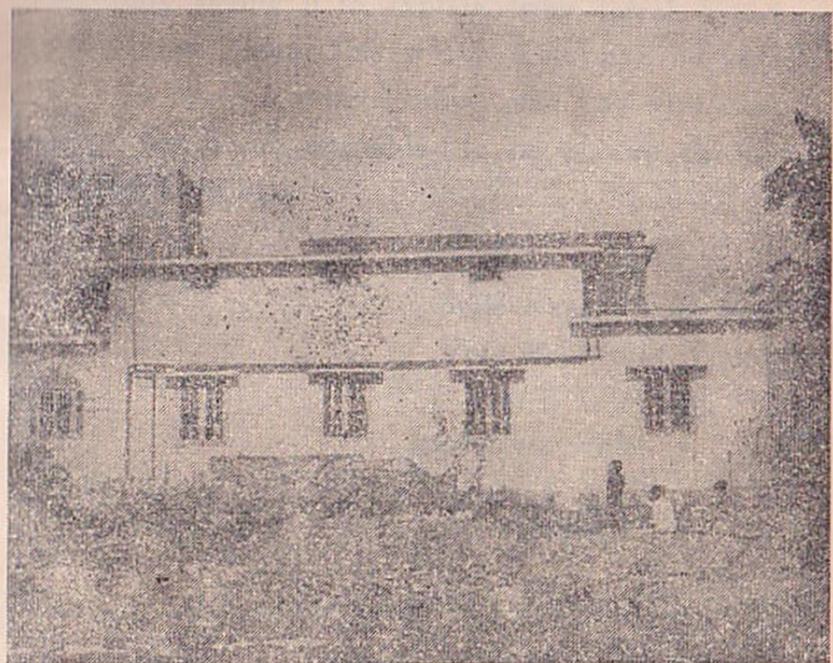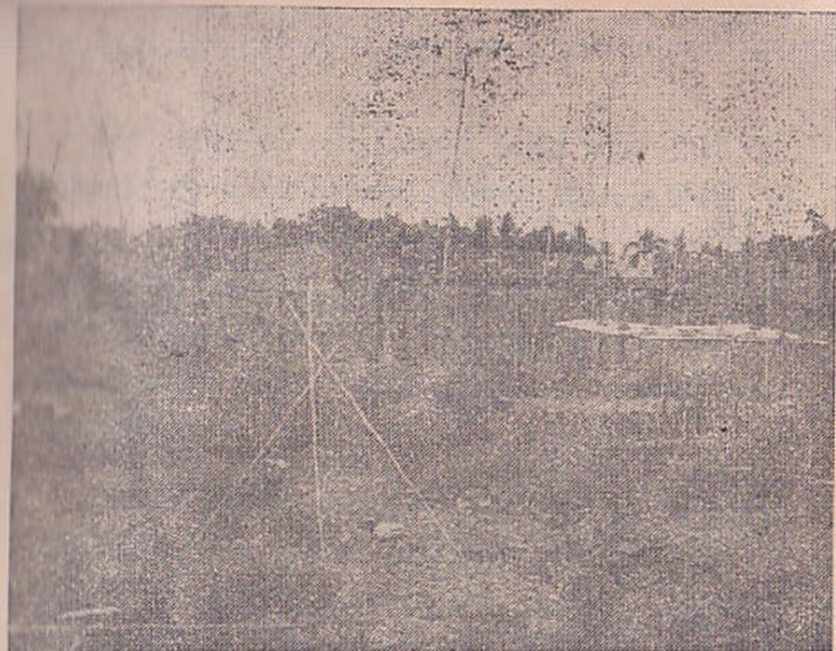
উপর : নির্মীয়মান রসায়ন ভবন।

নীচ : পুরাতন রসায়ন ভবন।
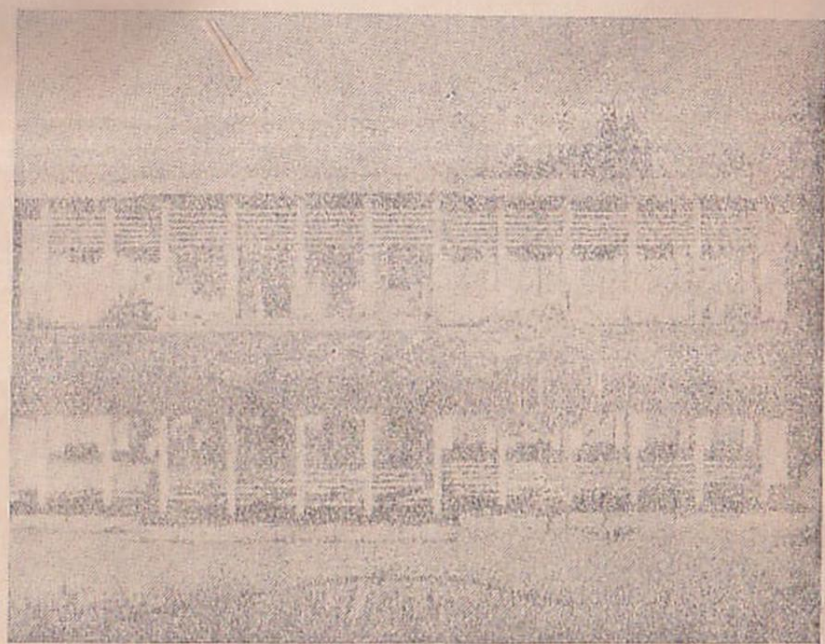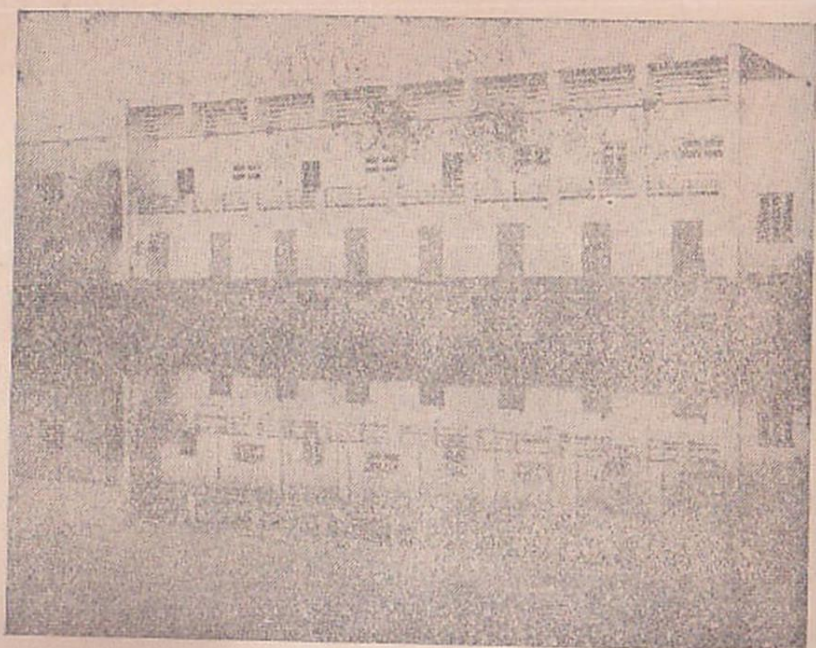
উপর ঃ মিলনায়তন।

নীচ ঃ গ্রন্থাগার ভবন।

My views on the subject being what they are, I should be a hinderance rather than a help to you in carrying out the new scheme: and it is right that I should devote whatever spare time and energy I have to helping on a syetem of education to which I can give my whole heart and mind.

Please believe that I do not say this in order to criticize your action, for I can well believe that you do not see that any other course is open to you than the one you have decided to take. I am only saying it to explain why I feel bound to withdraw from this work. You may be sure that I do so in no unfriendly spirit and with most regret that I am not able to be of any further use to the college.

Believe me, Gentlemen,
Very Faithfully Yours,
Sd/-E. L. Strong.

পরিশিষ্ট 'খ'

ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষদের তালিকা

	নাম	সন
১।	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী	১৮৮৯ - ১৮৯০
২।	" ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	১৮৯০—১৯০৩
৩।	" রজনীকান্ত গুহ	১৯০৩—১৯১১
৪।	" নিত্যলাল মুখার্জী	১৯১১—১৯২১
৫।	" অতুলকৃষ্ণ ঘোষ	১৯২১—১৯২৪
৬।	" সতীশ চন্দ্র চ্যাটার্জী	১৯২৪ - ১৯৩৮
৭।	" শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ	১৯৩৮
৮।	" সুরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত	১৯৪৩ - ১৯৪৯
৯।	মিঃ ম্যাক ইনার্নী	১৯৫২—১৯৫৫
১০।	জনাব ইয়াকুব আলী	১৯৫৮—১৯৫৯
১১।	" কবীর চৌধুরী	১৯৫৯—১৯৬২
১২।	" এম, বি, চৌধুরী	১৯৬২—১৯৬৬
১৩।	ডঃ হারুন-অর-রশীদ	১৯৬৬—১৯৬৮
১৪।	জনাব আবু সুফিয়ান	১৯৬৮—১৯৭০
১৫।	" মোঃ আবদুল মতিন	১৯৭০—১৯৭২
১৬।	" এ, কে, এম, ইমদাদুল হক মজুমদার	১৪-৬-১৯৭২—

কবিতা